**বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন ভবন**

**ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠান**

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

**শেখ হাসিনা**

২৪ নভেম্বর ২০১৩, রবিবার, বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র, ঢাকা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

অনুষ্ঠানের সভাপতি,

সহকর্মীবৃন্দ,

উপস্থিত সুধিমন্ডলী,

আসসালামু আলাইকুম।

সিকিউরিটিজ এ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

বিশ্বায়ন ব্যবস্থায় বিনিয়োগ, উৎপাদন ও বাণিজ্য বৃদ্ধিতে পুঁজিবাজারের গুরুত্ব দিন দিন বাড়ছে। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক বিকাশেও পুঁজিবাজারের অবদান বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই অগ্রযাত্রাকে বেগবান করার লক্ষ্যে আমরা পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান সিকিউরিটিজ এ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনকে ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ নিয়েছি।

ইতোমধ্যেই কমিশনকে পুনর্গঠন করা হয়েছে। কমিশনকে আর্থিক স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে। কারিগরি অবকাঠামো উন্নয়ন করা হয়েছে। সিকিউরিটিজ এ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন এবং সিকিউরিটিজ এ্যান্ড এক্সচেঞ্জ আইন সংশোধন করা হয়েছে।

লেনদেন স্বচ্ছ ও জবাবদিহি করতে ডিমিচ্যুয়ালাইজেশনের মাধ্যমে মালিকানা ও ব্যবস্থাপনা থেকে লেনদেন পৃথক করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এলক্ষ্যে এক্সচেঞ্জেস ডিমিউচ্যুয়ালাইজেশন আইন প্রণয়ন করা হয়েছে।

পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়েছে। সার্ভিল্যান্স সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে।

ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ রক্ষায় বিশেষ স্কীম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। তাদের জন্য আইপিও তে ২০ শতাংশ কোটা সংরক্ষণ করা হয়েছে। তাদের সুদ মওকুফের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

 বাংলাদেশ ফান্ড নামে ৫ হাজার কোটি টাকার একটি ওপেন-এন্ডেড মিউচ্যুয়েল ফান্ড গঠন করা হয়েছে। সকল কোম্পানীর শেয়ার ও মিউচ্যুয়েল ফান্ডের অভিহিত মূল্য ১০ টাকা করা হয়েছে। কোম্পানীর ডিভিডেন্ড ও বোনাস শেয়ার অনুমোদনের ৩০ দিনের মধ্যে বিনিয়োগকারীদের তা প্রদান বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। পুঁজিবাজার উন্নয়ন ও বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ রক্ষায় ১০ বছরের মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন করা হয়েছে।

আমাদের এসব পদক্ষেপের ফলে পুঁজিবাজারে স্থিতিশীলতা ফিরে এসেছে। বিশ্ব অঙ্গনে বাংলাদেশের পুঁজিবাজার দ্রুত বিকাশমান ও সম্ভাবনাময় হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

সুধিমন্ডলী,

বিগত প্রায় পাঁচ বছর আমাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে বাংলাদেশের অর্থনীতি আজ একটি সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সামষ্টিক অর্থনীতি অত্যন্ত স্থিতিশীল রয়েছে। এর প্রতিটি সূচক ইতিবাচক ধারায় অগ্রসর হচ্ছে।

বাংলাদেশ গত পাঁচ বছর ধরে গড়ে ৬ শতাংশের বেশী বার্ষিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। আমাদের এ অর্জন এমন সময়ে হয়েছে যখন বিশ্বের প্রায় সব দেশই অর্থনৈতিক মন্দায় ভূগেছে। আমাদের রপ্তানি আয় ১৫ বিলিয়ন ডলার থেকে চলতি অর্থবছর শেষে ৩০ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে যাবে। গত অর্থবছর আমরা ২৭ বিলিয়ন ডলারের বেশী রপ্তানি করেছি।

বিভিন্ন প্রতিকূলতা ও দেশী-বিদেশী ষড়যন্ত্র সত্ত্বেও পোশাক রপ্তানি প্রবৃদ্ধি বাধাহীন করতে আমরা সব ব্যবস্থা নিয়েছি। রেমিটেন্স প্রাপ্তি বেড়েছে। রিজার্ভ ১৭ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত হয়েছে। সরকারী ও বেসরকারী খাতে ব্যাপক কর্মসংস্থান হয়েছে। আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেছি। মাথাপিছু আয় ৬৩০ ডলার থেকে ১,০৪৪ ডলারে উন্নীত হয়েছে।

বার্ষিক বাজেট প্রায় ৮৯ হাজার কোটি টাকা থেকে চলতি অর্থবছরে ২ লক্ষ ২২ হাজার ৪৯১ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। সরকারী খাতে বিনিয়োগের পাশাপাশি দেশী-বিদেশী বিনিয়োগও বেড়েছে।

আমরা অবকাঠামো উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দিয়েছি। দেশ ২০০৮ পর্যন্ত মারাত্মক বিদ্যুৎ ঘাটতিতে ছিল। আমরা ইতোমধ্যেই বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ১০ হাজার মেগাওয়াটের ল্যান্ডমার্ক অতিক্রম করেছি। যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে।

আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ ব্যাংক গোল্ডম্যান সাচ বাংলাদেশকে মেক্সিকো, ইন্দোনেশিয়া, নাইজেরিয়া, ফিলিপাইন প্রভৃতি দেশের সাথে সম্ভাবনাময় পরবর্তী এগারটি অর্থনীতি'র গ্রুপে অন্তর্ভুক্ত করেছে। এসকাপও আমাদের বাণিজ্য-বিনিয়োগ পরিস্থিতির প্রশংসা করেছে। এর বড় কারণ আমাদের বিশাল জনগোষ্ঠী। যার প্রায় ৬০ শতাংশ কর্মক্ষম।

এই জনশক্তিকে কাজে লাগিয়ে দেশের অর্থনীতিকে দ্রুত এগিয়ে নেয়ার পরিকল্পনা আমরা নিয়েছি। এজন্য ২০১১ থেকে ২০১৫ ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পাশাপাশি ২০১০ থেকে ২০২১ প্রেক্ষিত পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছি।

সুধিমন্ডলী,

আমরা গ্রামীণ অর্থনীতিকে জাতীয় অর্থনীতির সাথে সম্পৃক্ত করেছি। কৃষি উৎপাদন ব্যাপক বেড়েছে। এখন আর চাল আমদানি করতে হয় না। কৃষক ন্যায্যমূল্য পাচ্ছে। কৃষকদেরকে আমরা বছরে ১০ হাজার কোটি টাকা ভর্তুকি দিয়েছি। বছরে ১৪ হাজার কোটি টাকার বেশী কৃষিঋণ দিয়েছি। কৃষিপণ্য রপ্তানিতে নগদ সহায়তা দিচ্ছি। কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প স্থাপনকে উৎসাহিত করছি। শিল্প, বাণিজ্যসহ অর্থনীতির প্রতিটি খাতে সরকার প্রত্যক্ষ সহায়তা দিয়েছে। ফলে বাংলাদেশ বিশ্বে একটি সফল অর্থনীতি হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

সামাজিক খাতগুলোতেও এই পাঁচ বছরে দেশ অভূতপূর্ব অগ্রগতি সাধন করেছে। স্বাস্থ্যসেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়া হয়েছে। শিশু ও মাতৃমৃত্যু হার অনেক কমেছে। এজন্য বাংলাদেশ বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত হয়েছে। জাতিসংঘ পুরস্কৃত করেছে।

শিক্ষাখাতে নীরব বিপ্লব সাধিত হয়েছে। শিক্ষায় মেয়েরা আর পিছিয়ে নেই। নারীর সার্বিক ক্ষমতায়ন হয়েছে। আমরা নিম্নআয়ের মানুষের খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছি। আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছি। বেকার যুব জনগোষ্ঠীর জন্য প্রশিক্ষণ ও মূলধনের ব্যবস্থা করেছি। দারিদ্র্যের হার ২৬ শতাংশে নেমে এসেছে। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যগুলো পূরণ করেছি।

আমরা ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে অনেকদূর এগিয়েছি। মোবাইল ফোন ও ইন্টারনেট সহজলভ্য করেছি। গ্রাম পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছি।

সুধিমন্ডলী,

দেশের এই অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের ধারাবাহিকতা আগামী দিনেও বজায় রাখতে হবে। বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন দেশের অগ্রযাত্রার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, সরকারের ধারাবাহিকতা বজায় থাকলেই কেবল বাধাহীন উন্নয়ন নিশ্চিত হয়। দেশের জনগণও উন্নয়নের স্বার্থে সঠিক সিদ্ধান্ত নেবেন বলে আমি আশা করি।

আমরা দেশব্যাপী ব্যাপক উন্নয়ন নিশ্চিত করেছি। পাশাপাশি গণতন্ত্র ও জনগণের অধিকারকে স্থায়ী রূপ দিয়েছি। মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছি। বহু প্রত্যাশিত যুদ্ধাপরাধীদের বিচার শুরু হয়েছে।

আমাদের লক্ষ্য, ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি ক্ষুধামুক্ত, দারিদ্র্যমুক্ত, সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে গড়ে তোলা। জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠা করা। অর্থনীতি যত সমৃদ্ধ হবে পুঁজিবাজার ততো বড় হবে। দেশ এগিয়ে যাবে। উন্নয়ন টেকসই হবে। বাঙালি জাতির স্বাধীনতার স্বপ্ন পূরণ সহজ হবে।

পরিশেষে পুঁজিবাজারে ক্ষুদ্র ও নতুন বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগ সচেতনতা বাড়াতে আরও কার্যক্রম গ্রহণের আহ্বান জানাই। যাতে তাদের বিনিয়োগ-ঝুঁকি হ্রাস পায়। এতে বিনিয়োগকারী, উদ্যোক্তা ও অর্থনীতি লাভবান হবে।

সবার মঙ্গল কামনা করে শেষ করছি।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

...